দৈনিক
ইত্তেফাক

15 SEP 2008

শিক্ষায় পশ্চাদপদ হাওরাঞ্চল

ড. প্রকৌশলী নিয়াজ পাশা

প্রায় ৫ হাজার বর্গমাইল আয়তন নিয়ে গঠিত এ হাওর এলাকায় দেশের ১/১৭ অংশ অর্থাৎ প্রায় ক কোটির মতো লোক বসবাস করে। বৈচিত্র এর গঠন প্রকৃতি, ছ'মাস পানি, ছ'মাস শুকনা, ছ'মাস কাজ আর ছ'মাস বেকার। আল্লাহ তাঁর আপন মহিমায় নিজহাতে প্রকৃতির সৌন্দর্যে ভরপুর ষড়ঋতুর লীলাভূমি হাওরকে সৃষ্টি করেছেন। দিয়েছেন অফুরন্ত সম্ভাবনাময় প্রাকৃতিক সম্পদ। হাওরের মতো উদার বড় হৃদয়ের হাওরবাসী অপরের জন্য সবকিছু বিলিয়ে নিজেরা হয়েছেন অনেকটা রিক্ত-নিঃস্ব। আর তাই যুগ যুগ ধরে হাওরবাসী রয়েছেন অপাংক্তেয়। শিক্ষা, যোগাযোগ, বিদ্যুৎ, স্বাস্থ্য সুবিধাদি এবং উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য হতে বঞ্চিত হয়েছে। বঞ্চিত হয়েছেন তাদের অধিকার হতে, প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের কার্যকরী ব্যবস্থা হতে। লোকসংখ্যা, আয়তন, প্রাকৃতিক সম্পদের বিবেচনায় দেশের অন্য অংশের তুলনায় জাতীয়ভাবে শিক্ষার হার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা, যোগাযোগ, বিদ্যুৎ, স্বাস্থ্য সুবিধাদি হতে সবচেয়ে কম পরিমাণে রয়েছে। দেশের উন্নয়নে শুধু মৎস্য ও ধান সম্পদ দিয়ে জাতীয় উন্নয়নে হাওরবাসী যে ভূমিকা রাখে, বিনিময়ে হাওর উন্নয়নে তার সহস্র ভাগের এক ভাগও ব্যয় করা হয় না।

হাওরবাসী সবচেয়ে বেশী অবহেলিত ও বঞ্চিত শিক্ষার সুযোগ হতে। সারা দেশে শিক্ষার হার যেখানে ষাট শতাংশের উপরে, সেক্ষেত্রে হাওরাঞ্চলে তা অর্ধেকেরও কম। কোন কোন উপজেলায় প্রকৃত শিক্ষার হার ৩০-এর নীচে। উন্নয়নের প্রধান শর্তই হচ্ছে শিক্ষা, যোগাযোগ ও বিদ্যুৎ ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটানো। হাওরাঞ্চল এদিক থেকে সর্ব নিম্নে, পিছনে। বাংলাদেশের সর্ব নিম্ন শিক্ষার হার কিশোরগঞ্জের হাওর এলাকার একটি উপজেলায়। এ পরিসংখ্যান দেখে আমার লজ্জার উদ্দেশ্য নয় বরং অবহেলা ও। আমাদের মনে রাখতে হবে, বঞ্চনা ও দুর্বলতা থেকেই সৃষ্টি হয় সকল হিংস্রতা।

হাওরাঞ্চলে শিক্ষা উন্নয়নে কেন এ দৈন্যদশা? হাওরবাসীর প্রায় বছরই একমাত্র বোরো ফসলহানি, অকাল বন্যা, অতিবৃষ্টি, খরা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফসল নষ্ট হচ্ছে। যৎসামান্য উৎপাদিত ফসলের ন্যায্যমূল্য পায় না কৃষক। জমি ও সম্পদের রয়েছে অসম বন্টন বৈষম্য। অর্থনৈতিকভাবে পর্যুদস্ত হাওরবাসী কৃষকের আর্থিক সামর্থ্য নেই দূর দেশে রেখে সন্তানকে লেখা-পড়া করানোর। এই তো কয়েক বছর আগেও অধিকাংশ হাওরের উপজেলায় ছিল না কোন কলেজ। ভাল স্কুল তো কল্পবিলাস, স্কুলই নেই। হাতেগোনা যে ক'টা স্কুল-কলেজ রয়েছে তারও রয়েছে হাজারো সমস্যা। ভাল শিক্ষক নেই, অর্থ নেই। চেয়ার আছে তো টেবিল-বেঞ্চ নেই। নেই পর্যাপ্ত ছাত্রও। হাওরের 'আফাল' এর তাফালিং-এ স্কুল কলেজের ভিটে মাটি যায় ধুয়ে। সংকীর্ণ পরিসরে, ঘরে বেড়া-চাল বিহীন ল্যাংটা স্কুল ঘর আমাদের শুধু পরিহাসই করে। হাওরাঞ্চলে শিক্ষার অন্যতম প্রধান সমস্যা হচ্ছে- পর্যাপ্ত সংখ্যক প্রাইমারী স্কুলের অভাব। কারণ হাওর এলাকার গ্রামগুলো আন্দামান দ্বীপের মতো ভাসমান, পরস্পর হতে বিচ্ছিন্ন। এক গ্রাম এমনকি এক পাড়া হতে অন্য পাড়ায় যেতেও নৌকা ছাড়া উপায় নেই। ফলে ভয়াল ঢেউ উপেক্ষা করে অন্য পাড়ায় স্কুলে নিয়মিত যাওয়া সম্ভব হয় না। অনেকেরই সামর্থ নেই নৌকা ভাড়া করে নিয়মিত সন্তানকে স্কুলে পাঠানোর। কারণ হাওর এলাকায় এমনিতেই স্কুলের সংখ্যা কম, কয়েকটি গ্রাম-পাড়া মিলে হয়ত একটি স্কুল রয়েছে। ফলে, বলতে গেলে বর্ষার সাত মাস স্কুলও বন্ধ থাকায় কামায় হয় ক্লাস-পরীক্ষা। আর বছরের বাকী পাঁচ মাস বাপের সাথে মাঠে-ঘাটে কৃষি কাজে ছেলেকে যোগান দিতে হয়। নারী শিক্ষার অবস্থা আরও ভয়াবহ ও করুণ। তাদেরকে পঙ্গু করে রেখেছে। বর্ষার অলস সময়টাকে বয়স্ক শিক্ষা ও পেশাভিত্তিক শিক্ষায় কাজে লাগানো যেতে পারে। স্বাধীনতার এত বছর পরও হাওরাঞ্চলে শিক্ষা বিস্তারের এ সমস্যাটির দিকে কেউ তেমন একটা নজর দেয়নি। অন্য দিকে দুর্বল শিক্ষা ব্যবস্থা, অনিয়মিত পাঠদান, সুষ্ঠু তদারকী, ভাল শিক্ষকের অভাব, শিক্ষার পরিবেশ ও উপকরণের অভাবেও ছাত্র-ছাত্রীদের 'ফাউন্ডেশন' দুর্বল করে দিচ্ছে। ফলে, প্রতিযোগিতায় হাওরের সম্ভাবনাময় তারুণ্য তলিয়ে যাচ্ছে, টিকতে পারছে না প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে। অভাব, পৃষ্ঠপোষকতা ও প্রপার গাইডেন্সের অভাবে কত শত সম্ভাবনাময় তরুণ ঝরে যায়, তার হিসাব কে রাখে? ভাল শিক্ষকদের জন্য ভাল বেতন কাঠামো ও পরিবেশের অভাবও ভাল শিক্ষাদানের আর একটা অন্তরায়। হাওরের কাদা জলের প্রতিবন্ধকতা ডিঙ্গিয়ে বর্তমানে উচ্চ শিক্ষার দ্বার প্রান্তে পৌঁছানো হাওর সন্তানদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। এ বাঁধা অতিক্রান্তে দরকার সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা।

নব গঠিত "হাওর ও জলাশয় উন্নয়ন বোর্ড" কে পাহাড়ি বোর্ডের মতো পরিপূর্ণ ক্ষমতা, বাজেট ও পরিকল্পনা দিয়ে হাওরবাসীর বিভিন্নমুখী কর্মকান্ড সম্পৃক্ত করা যেতে পারে। মিশন ও সুদূর প্রসারি ভিশন নিয়ে এগিয়ে যাবে এ বোর্ড। শিক্ষা সহায়ক বিভিন্ন কর্মকান্ডের নেতৃত্ব দেবে এ বোর্ড। যৌথ ও একান্নবর্তি পরিবার ভেঙ্গে যাওয়ায় হাওরবাসীর অর্থনৈতিক মেরুদন্ড দুর্বল হয়ে গেছে। তারপরও এ বোর্ডের উদ্যোগে প্রত্যেক গ্রাম-পাড়া স্কুল-কলেজের প্রতিষ্ঠার সাথে ব্যক্তি উদ্যোগে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের উৎসাহের জন্য নিয়ম কানুনের সাত প্যাকের গিট একটু ঢিল করতে হবে। প্রশিক্ষিত শিক্ষকদের হাওরাঞ্চলে অবস্থানের আকর্ষণ সৃষ্টির ব্যবস্থা নিতে হবে। এ জন্যে পাহাড়ি ভাতার ন্যায় হাওর ভাতার ব্যবস্থা থাকা অপরিহার্য। স্কুল-কলেজের শিক্ষা উপকরণ সরবরাহের ব্যবস্থা নিবে বোর্ড। ছাত্র-ছাত্রী ও তাদের অভিভাবকদের শিক্ষার প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন সহায়ক কর্মসূচী এতে থাকবে। থাকবে বৃত্তি প্রদান, টিফিন, বই, খাতা, কলম সরবরাহের ব্যবস্থা। উচ্চ শিক্ষায় আগ্রহীদের জন্য এ বোর্ড থেকে বিশেষ বৃত্তির ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

হাওর এলাকার সমস্যা ও সমাধানের উপায় নিয়ে বিশেষ গবেষণার মঞ্জুরীও এতে বরাদ্দ রাখতে হবে। স্কুল-কলেজে যাতায়াতের জন্য বোর্ডের উদ্যোগে নিরাপদ ও নিখরচায় যোগাযোগের ব্যবস্থা করতে হবে। এ ক্ষেত্রে প্রত্যেক স্কুলের শিক্ষার্থীদের আনা-

নেয়ার জন্য হাওর উন্ন
অর্থায়নে নৌকার ব্যবস্থা
শিক্ষা সমাপনান্তে হাওর
প্রার্থীদের জন্য "বিশেষ
চালু করতে হবে। এ সুযোগ
ভর্তির ক্ষেত্রেও চালু
শহরাঞ্চলে অবস্থানের জ
শিক্ষার্থীর জন্য নিরাপদ
মাতৃস্নেহে ভরপুর আবা
থাকতে হবে। শিক্ষার বি
পেশা ভিত্তিক। বেকার তৈ
"হাওর উন্নয়ন বোর্ডের" স
পৃষ্ঠপোষকতায় শিক্ষিত
ব্যক্তিদের আয়ের একটা
ভবিষ্যৎ প্রজন্মের শিক্ষা খ
ব্যবস্থা করা যেতে পা
নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও
কাজে লাগানো যেতে
চক্রাকারে চলমান এ প
স্থায়ী ফান্ড ও জনবল তৈ
বিদেশের দানশীল,
ব্যক্তিত্বদের সুসংগঠিত
পদক্ষেপ নিতে হবে।
চালিকা শক্তি সরকারি ক
উপজেলায় নিয়মিত অব
হাওর এলাকা দুর্গম পাহা
বেশী দুর্গম, বন্ধুর এব
হতে বঞ্চিত। হাও
প্যানিশম্যান পোস্টিং হিসা
হয়। সপ্তাহে মাসে কয়েক
কর্ম সমাপন করে তো ত
নিরবিচ্ছিন্ন উন্নয়ন সম্ভ
প্রাণ, উদ্যোগী কর্মী বা
পার্বত্য অঞ্চলের ন্যায় "
উন্নয়ন বোর্ড" কে প
বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি ও হ
করা যেতে পারে।
প্রতিবন্ধকতা দূর, অধিক
প্রতিষ্ঠা করে শিক্ষার সম
ও চাকরী ক্ষেত্রে বিশেষ
উদ্বুদ্ধকরণে বিভি
হাওরবাসির প্রাণের দা
[লেখ